খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক এর ২২শে মে,২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

আমাদের জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির এই অঙ্গিকার করা উচিত যে, এখন ধর্মের কাজ আমাকেই করতে হবে। এই অঙ্গিকারের পর তাদের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি হবে। প্রতিটি কঠিন বিষয় সহজসাধ্য হয়ে যাবে। প্রতিটি কাঠিন্য সহজ সাধ্যতায় রূপ নিবে। সকল সংকীর্ণতা স্বাচ্ছন্দে রূপ নিবে। নিঃসন্দেহে কিছু কষ্ট, সমস্যা এবং দুঃখ, বেদনারও তাদের সম্মুখীন হতে হবে কিন্তু তারা তাতে প্রশান্তি বোধ করবে।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

হে যারা ঈমান এনেছ! খুব বেশি সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক। কেননা কোন কোন সন্দেহ পাপের কারণ হয়ে থাকে।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, 'মানুষ যখন কু-ধারণা এবং সন্দেহের বশবর্তী হওয়া আরম্ভ করে তখনই অশান্তির সূচনা হয়। যদি ভালো ধারণা পোষণ করা হয় তাহলে কিছু দেয়ার তৌফিক লাভ হয়। প্রথম পদক্ষেপেই মানুষ যদি ভুল করে তাহলে গন্তব্যে পৌঁছা কঠিন হয়ে যায়। তিনি বলেন, কু-ধারণা করা অনেক বড় পাপ যা মানুষকে অনেক পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখে আর এটি বৃদ্ধি পেতে পেতে বিষয় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, মানুষ খোদা সম্পর্কেও কু-ধারণা পোষণ করা আরম্ভ করে।' অপর এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন,

'কারও ভিতরকার অবস্থার ওপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কারও হৃদয়ে কী আছে তা অবগত হওয়া আমাদের জন্য সম্ভব নয় আর তাতে হস্তক্ষেপ করা পাপ। মানুষ কোন ব্যক্তিকে পাপী মনে করে অথচ সে নিজেই তার চেয়ে বেশি পাপীষ্ট হয়ে থাকে। তড়িঘড়ি কু-ধারণা পোষণ করা ভালো নয়। বান্দাদের হৃদয়ে হস্তক্ষেপ করা অর্থাৎ এ কথা মনে করা যে, মানুষের হৃদয়ে কী আছে আমরা জানি, এটি খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। আর কেন তা স্পর্শকাতর বা সংবেদনশীল ব্যাপার? তিনি (আ.) বলছেন, এর কারণ হলো, এটি অনেক জাতিকে ধ্বংস করেছে কেননা তারা নবী এবং তাঁদের মান্যকারীদের সম্পর্কে কু-ধারণা করেছে। যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কেও কু-ধারণা করা আরম্ভ হয়ে যায়।

এমন কু-ধারণা পোষণকারীদের উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) এগুলো বলেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন যে, মানুষ নবীগণ এবং আহলে বায়ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজ যুগে সবচেয়ে বেশি এর সম্মুখীন হয়েছেন। এক

জায়গায় তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন। আর তিনিই আমাকে সব সময় সাহায্য ও সমর্থন যুগিয়েছন। এক অন্ধ ও জন্মান্ধ ছাড়া আর কেউ এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, আল্লাহ্ তা'লা সব সময় আকাশ থেকে আমার সাহায্যের জন্য স্বীয় ফিরিশতা নাযেল করেছেন। আপত্তিকারীদেরকে তিনি বলছেন যে, তোমরা এখনও আপত্তি করে দেখতে পার, তোমরা অবগত হবে যে, এ সব আপত্তির ফলাফল কী প্রকাশ পায়। এমন আপত্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও করা হয়েছে। একবার কেউ যখন এমন আপত্তি করে, তিনি (আ.) বলেন, চাঁদা সম্পর্কে আপত্তি করলে তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতে জামাতের জন্য এক কানাকড়ি প্রেরণ করাও তোমার জন্য নিষিদ্ধ বা হারাম। এরপর দেখ! এর ফলে খোদার জামাতের কী ক্ষতি হয়? তিনি বলেন যে, আমিও এদেরকে একইভাবে বলব যে, ভবিষ্যতে জামাতের সাহায্যের জন্য এক পয়সা দেয়াও তোমাদের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ। যারা আপত্তি করে যে, ভুলভাবে তা খরচ করা হয় আর খলীফায়ে ওয়াক্ত ভুলভাবে তা খরচ করেন তাদের সম্পর্কে বলছেন। তিনি বলেন, যদিও কঠোর কোন শব্দ ব্যবহার করার আমার অভ্যাস নেই কিন্তু আমি বলব যে, তোমাদের ভিতর যদি বিন্দুমাত্র সততা বা ভদ্রতা থাকে তাহলে এরপর এক কানাকড়িও জামাতকে দিবে না। এরপর দেখ, জামাতের কাজ চলে নাকি বন্ধ হয়ে যায়? আল্লাহ্ তা'লাই অদৃশ্য থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন আর গায়েব থেকে এমন লোকদের প্রতি ইলহাম করবেন যারা নিষ্ঠাবান হবে এবং জামাতের জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে গর্বের কারণ মনে করবে। আমার ভালোভাবে স্মরণ আছে, হযরত মসীহ্ মওদউ (আ.) একবার বাগানে যান আর বলেন যে, আমাকে এখানে রৌপ্য নির্মিত কবর দেখানো হয়েছে অর্থাৎ রুপার কবর দেখানো হয়েছে আর ফিরিশতা বলে যে, এটি তোমার এবং তোমার পরিবার পরিজনের কবর আর এ কারণেই সেই বিশেষ ভূমিখন্ড তাঁর পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন যে, যদিও এই স্বপ্ন সেভাবে ছাপা হয়নি কিন্তু আমার মনে আছে তিনি (আ.) এভাবেই বলেছিলেন।

সুতরাং খোদা তা'লা আমাদের কবরও রূপা দ্বারা পাকা করিয়ে মানুষকে অবহিত করেছেন যে, তোমরা বল যে, এরা নিজেদের জীবদ্দশায় মানুষের রুপিয়া আত্মসাত করে আর আমরা তো তাদের মৃত্যুর পরও মানুষকে তাদের দ্বারা কল্যাণমন্ডিত করব। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, আমরা কল্যাণমন্ডিত করব। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাটিকেও রূপায় পরিবর্তন করছেন আর তোমরা আপত্তি করে নিজেদের রূপাকে মাটি করছ।

তিনি বলেন, মুনাফিক সচরাচর গোপনে কথা বলে অভ্যস্ত হয়ে থাকে তাই আমি প্রকাশ্যে স্পষ্ট করে এ কথাগুলোর ওপর আলোকপাত করলাম নতুবা আমি এতে চরম লজ্জাবোধ করি যে, আমি আল্লাহ্র জন্য চাঁদা দিয়ে বলে বেড়াব যে, আমি এত টাকা চাঁদা দিয়েছি। কিন্তু তাঁর যুগে যেহেতু একটি প্রশ্ন উঠানো হয়েছে আর আমি যেভাবে বলেছি যে, তিনি সবচেয়ে বেশী বিরোধী এবং মুনাফিকদের সম্মুখীন হয়েছেন যদিও বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন আজও উঠানো হয় কিন্তু সেই যুগে তা অনেক বেশী ছিল। তাই যারা এই আপত্তি করে তাদের খোদার ভয় করা উচিত আর সে সময় আসার পূর্বে নিজেদের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত যখন তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে আর তারা নাস্তিক এবং মূর্তাদ হয়ে মারা যাবে। তো আমি যেভাবে বলেছি এমন লোক সকল যুগেই থেকে থাকে কিন্তু তাঁকে (রা.) অনেক বেশী সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও তাঁর বিরুদ্ধে এই আপত্তি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এমন মানুষ যারা

আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাদের ভিতর নিজ ভাইদের ওপর কু-ধারণার অভ্যাস ছিল। এর ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তা হলো তারা হযরত সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বলে বসে যে, তিনি জামাতের রুপিয়া ব্যক্তিগত খাতে খরচ করেন। হযরত সাহেব শেষ বয়সে এ কথা জেনে যান অর্থাৎ জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি (আ.) এটি অবগত হন আর তিনি আমাকে অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে বলেন যে, এরা মনে করে অতিথীশালা বা লঙ্গরখানার জন্য যেই রুপিয়া আসে তা আমি ব্যক্তিগত খাতে ব্যয় করি কিন্তু এরা জানে না যে, আমার জন্য যে নযরানার রুপিয়া আসে অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিগত খাতে খরচের জন্য যা আসে, তিনি বলেন, আমি তো তা থেকেও লঙ্গরখানার জন্য ব্যয় করি। । কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়াও যেহেতু জামাতের সাথে ছিল তাই এখন জামাতের যে সাচ্ছন্দ্য রয়েছে তাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া এবং খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতিরই ফসল, কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয়। আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গরখানা বা অতিথীশালা সারা পৃথিবীতে চলমান রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নবীদের পৃথিবীতে পাঠান সেই আধ্যাত্মিক অধঃপতনের সংশোধনের জন্য যা পৃথিবীতে বিরাজমান থাকে। মানুষের যে অধঃপতন ঘটেছে তার সংশোধনের জন্য নবীরা আসেন। আর তারা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার উন্নত মার্গে নিয়ে যান। যদিও নবীদের মান্যকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি, মান্যকারীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি বৈষয়িক উন্নতিও হয় কিন্তু বৈষয়িক এবং জাগতিক উন্নতির মান নবীর তিরোধানের পর অনেক বৃদ্ধি পায়। আধ্যাত্মিক উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে নবীর যুগের যে মর্যাদা থাকে তা পরবর্তী যুগ ধরে রাখতে পারে না। তিনি বলেন নবীর ইন্তেকালের অব্যবহিত পর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাত আরম্ভ হয়ে যায় কিন্তু দৈহিক দৃষ্টিকোণ থেকে নবীর মৃত্যু প্রভাত উদীত হওয়ার স্বাক্ষ্য বহন করে। নবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পর সূর্যোদয় অর্থাৎ বাহ্যিক সফলতার দৃশ্য দেখা যায়। মহানবী (সা.)-এর যুগেও এমনই হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মূসা (আ.)-এর যুগেও এমনটি ঘটেছে। একইভাবে আজকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও ঘটেছে। একদিন তিনি আমাদের মাকে বলেন যে, এখন তো রুপিয়া আসার কোন পথ দেখিনা, ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। আমার মনে হয় কারও কাছ থেকে ঋণ নিলে হয় কেননা খরচের জন্য হাতে কোন রুপিয়া নেই। কিছুক্ষন পর বা সল্প সময় পর তিনি যোহরের নামাযের জন্য যান। ফিরে আসার পর তিনি মুচকি হাসছিলেন। ফিরে আসার পর প্রথমে তিনি কামরায় বা কক্ষে যান কিছুক্ষন পর বেরিয়ে আসেন আর আমার মাকে বলেন যে, মানুষ খোদার অবিরত নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও অনেক সময় কু-ধারণা পোষন করে। আমি ভেবেছিলাম, লঙ্গরখানার জন্য কোন রুপিয়া নেই তাই ঋণ করতে হবে কিন্তু যখন নামাযে গেলাম তখন ময়লা বা নোংরা কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি এগিয়ে আসে এবং একটি পুটলি আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। আমি তার অবস্থা দেখে অনুমান করলাম যে, হয়তো এতে কিছু পয়সা থাকবে, ভারি ছিল। ভাংতি পয়সার কারণে বা কয়েনের কারণে হয়তো সেটি ভারি দেখাচ্ছিল, কয়েক পয়সাই হয়তো হবে। কিন্তু ঘরে এসে খুলে দেখলাম তা থেকে কয়েক শত রুপিয়া বেরিয়ে এসেছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের তাঁর প্রতি যে ভালোবাসা ছিল এর চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি। তাঁকে যারা পেয়েছে তাদের তাঁর প্রতি যে ভালোবাসা ছিল তা পরের প্রজন্ম বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যাদের বয়স কম ছিল এবং ততটা চেতনাবোধ ছিল না তারা ধারণাও করতে পারে না। তিনি (রা.)

বলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন হৃদয় দিয়েছেন যে, আমি আ-শৈশব এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগী ছিলাম। আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাদের ভালবাসার অনুমান করেছি যারা তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। আমি দেখেছি যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের জীবন নিরানন্দ হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীতে কোন সৌন্দর্য তাদের জন্য আর অবশিষ্ট ছিল না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যে কত বড় মনের মানুষ ছিলেন! তিনি যখন একা থাকতেন আর পাশে কেউ থাকত না তখন আমাকে বলেন যে, মিঞাঁ হযরত সাহেবের ইন্তেকালের পর থেকে আমি আমার দেহে শূন্যতা অনুভব করি। এই পৃথিবী আমার কাছে শূন্য মনে হয়।

অপর এক স্থানে জামাতী কর্মীদের নসীহত করতে গিয়ে, বিশেষ করে এমন দেশে যেখানে দ্রব্য মূল্য অনেক বেশী, দারিদ্র্যও অনেক, এমন লোকদের নসীহত করতে গিয়ে বলেন যে, আঞ্জুমানের প্রতি দৃষ্টি রাখার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র কাছে হাত পাতুন। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ছোট্ট কথার দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও অনেক শীত অনুভব করতেন। এজন্য তিনি কস্তুরি খেতেন। দেশী হাকীমদের ব্যবস্থাপত্র যে, কস্তুরি খেলে শীত দূর হয়। তিনি তা শিশি ভরে পকেটে রেখে দিতেন আর প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতেন। আর বলতেন, একটি ছোট শিশি পকেটে এসে যায় আর তাতে প্রায় দু বছর চলে যায় কিন্তু যখনই ধারণা জাগে যে, কস্তুরি অল্প রয়ে গেছে আর শিশি দেখি তখন তা ফুরিয়ে যায়। যতদিন না দেখে খেতে থাকেন তাতে বরকত সৃষ্টি হয়। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু যখনই দেখি কিছুক্ষণ পর তা ফুরিয়ে যায়। তো হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দাদের জন্য গায়েব বা অদৃশ্য থেকে জীবিকা সরবরাহ করেন। আর তাঁর জীবিকা সরবরাহের ধরণ বড় অদ্ভূত। তাই সেই সত্তার কাছে হাত পাত যার ভাণ্ডার কখনও ফুরায় না। আঞ্জুমানের কাছে কেন হাত পাত যার কাছে অত অংকই নেই যে, তোমাদের চাহিদা পূরণ করবে। তাই খোদার ইবাদতকারী হয়ে যাও। আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য বা গায়েব থেকে জীবিকা সরবরাহ করবেন। তাঁর কাছে চাও। তাই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তাঁর ওপর নির্ভর করার তাওয়াক্কুল-এর বেশি প্রয়োজন রয়েছে। আর নিজের অভাব মোচনের জন্য এদিক সেদিক হাত না পেতে তাঁর সামনেই বিনত হওয়া উচিত বা ঝুঁকা উচিত।

কাদিয়ানের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসা যে কত গভীর ছিল আর কাদিয়ানকে তিনি কীভাবে দেখতেন তা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, যে সমস্ত জায়গার সাথে খোদার সম্পর্ক থাকে সেগুলোকে স্থায়ীভাবে বরকতমন্ডিত করা হয়। কাদিয়ানও এমন একটি স্থান যেখানে খোদার এক মনোনীত ব্যক্তি প্রেরীত হয়েছেন আর এখানেই তিনি সারা জীবন কাটিয়েছেন। এই জায়গার প্রতি তিনি ভালবাসা রাখতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন অসুস্থতার দরুন তাঁর অন্তিম সফরে লাহোর যান আর সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয় তখন একদিন একটি গৃহে ডেকে তিনি আমাকে বলেন যে, মাহমুদ দেখ এই রোদ কত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমার কাছে তা তেমনই মনে হয় যেভাবে নিত্যদিন চোখে পড়ত। আমি বললাম যে, এটি তো নিত্য দিনের রোদের মতই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, না এখানকার রোদ কিছুটা ফ্যাকাশে এবং অনুজ্জল। কাদিয়ানের রোদ অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং উজ্জল। যেহেতু কাদিয়ানই তাঁর কবরস্থ হওয়ার ছিল তাই

তিনি এমন একটি কথা বলেছেন যার মাধ্যমে কাদিয়ানের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং আন্তরিকতা প্রকাশ পায়।

তিনি (রা.) বলেন, আমার মনে আছে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে আমাকে একটা মাদা ঘোড়া ক্রয় করে দেন। আসলে ক্রয় করেননি বরং উপহার স্বরূপ তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মৃত্যুর প্রভাব আমাদের খরচের ওপর পড়ে তাই আমি সেই ঘোড়া বিক্রি করার মনস্থ করলাম। । তিনি বলেন, আমার এক বন্ধু যিনি আমার এই ইচ্ছার কথা অবগত হয়েছেন, তিনি এখনও জীবিত, তিনি সংবাদ পাঠান যে, এই ঘোড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপহার তাই এটি বিক্রি করা সমিচীন হবে না তখন তাৎক্ষণিকভাবে আমার মুখ থেকে যে শব্দ নিঃসৃত হয় তা হলো, নিঃসন্দেহে এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপহার কিন্তু এর চেয়ে বড় উপহার হলেন হযরত উম্মুল মু'মিনীন। আমি ঘোড়ার খাতিরে হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে কষ্ট দিতে চাই না। অতএব আমি ঘোড়া বিক্রি করে দিই।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকাল এবং তার নিজের অবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) এক স্থানে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যখন ইন্তেকাল হয় তখন মনে করা হয় যে, তিনি আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কিছু কথা আমি পূর্বেই অবগত হই যা থেকে এমন মনে হতো যে, কোন অনেক বড় বিপ্লব আসতে যাচ্ছে। যেমন আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি বেহেশতি মাকবেরা থেকে একটি নৌকায় বসে আসছি। পানির গতি এত প্রবল ছিল যে, ভয়াবহ আবর্ত সৃষ্টি হয় এবং নৌকা হুমকিগ্রস্ত হয়। এর ফলে নৌকার সব আরোহীর অবস্থা নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তখন পানি থেকে একটি হাত বের হয় যাতে এক চিরকুটে লেখা ছিল যে, এখানে এক পীরের কবর রয়েছে। তার কাছে আকুতি মিনতি করলে নৌকা নিরাপদে পার হয়ে যাবে। আমি বললাম যে, এটি তো শিরক। আমাদের প্রাণ গেলেও আমরা এমনটি করব না। ততক্ষণে আশংকা আরও বেড়ে যায় আর সাথীদের কেউ কেউ বলে যে, এমনটি করলে অসুবিধা কী? তারা আমার অজান্তে সেই পীর সাহেবকে একটি চিঠি লিখে পানিতে ফেলে দেয়। তিনি (রা.) স্বপ্নে সেই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি বলেন, আমি যখন জানতে পারলাম পানিতে ঝাঁপ দিয়ে সেই পত্র আমি বের করে নিয়ে আসি। আর এটি করতেই সেই নৌকা সামনে এগিয়ে যেতে থাকে আর সকল আশংকা উবে যায়। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যখন ইন্তেকাল হয় আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়কে সুগভীর দৃঢ়তা দান করেন। আমার মন এদিকে নিবদ্ধ হয় যে, এখন আমাদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। আমি তখনই অঙ্গিকার করি যে, হে আমার খোদা! আমি তোমার মসীহ্ মওউদের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গিকার করছি যে, এই কাজের জন্য পৃথিবীতে যদি একজনও না থাকে তারপরও আমি এই কাজ অব্যাহত রাখব। তখন আমার মাঝে এমন এক শক্তি প্রবেশ করে যে, তা ভাষায় বর্ণনা করার মত নয়। আমার সেই অঙ্গিকারই আজ পর্যন্ত আমাকে এক দৃঢ়তার সাথে আমার এই উদ্দেশ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। বিরোধিতার শত শত তুফান আমার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়েছে কিন্তু সেই পাথরে লেগে নিজেই নিজের মাথা ভেঙ্গেছে যেই পাথরে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দাঁড় করিয়েছেন।

অতএব আমাদের জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির এই অঙ্গিকার করা উচিত যে, এখন ধর্মের কাজ আমাকেই করতে হবে। এই অঙ্গিকারের পর তাদের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি হবে। প্রতিটি কঠিন বিষয়

সহজসাধ্য হয়ে যাবে। প্রতিটি কাঠিন্য সহজ সাধ্যতায় রূপ নিবে। সকল সংকীর্ণতা স্বাচ্ছন্দে রূপ নিবে। নিঃসন্দেহে কিছু কষ্ট, সমস্যা এবং দুঃখ, বেদনারও তাদের সম্মুখীন হতে হবে কিন্তু তারা তাতে প্রশান্তি বোধ করবে। কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, ধর্মের পরিপূর্ণতার জন্য কেবল তুমিই আমার সম্বোধিত। তোমার সাহাবাগন এই কাজে অংশ নিক বা না নিক তোমাকে দিয়ে আমি অবশ্যই এই কাজ নিব। এই কারণেই দিবারাত্র তিনি এই কাজে রত থাকতেন। তার প্রতিটি চলাফেরা, উঠাবসা, কথা এবং কর্ম এই কাজের জন্য নিবেদিত ছিল যে, খোদার ধর্মকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর এই কথা তিনি বুঝতেন যে, আসলে এটি আমারই কাজ, অন্য কারও নয়। এটিই সুন্নত যা আমাদেরকে অবলম্বন করতে হবে।

পৃথিবীর জনবসতি এখন আড়াই শত কোটির মত। আর এখন তো তিন শত কোটির মত হুযূর বলছেন। তাদের সবাইকে এক আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছানো এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মান্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত করা আহমদীয়া জামাতেরই দায়িত্ব। তাই অনেক বড় কাজ আমাদের সামনে রয়েছে। আর এটি অনেক বড় একটি বোঝা যা আমাদের দুর্বল স্কন্ধে ন্যস্ত করা হয়েছে। এত গুরুত্বপূর্ণ কাজে খোদা তা'লার নিদর্শমূলক সাহায্য এবং সমর্থন ছাড়া সফলতার কোন রাস্তা নেই বা পথ নেই। আমরা তাঁর দুর্বল এবং তুচ্ছ বান্দা। আমাদের কোন কাজ তাঁর ফযল এবং কৃপা ছাড়া ফলপ্রদ হতে পারে না। তাই তাঁর কৃপারাজী আকর্ষনের জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শবদেহের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যে অঙ্গিকার করেছিলেন তা আমাদের সবারই অঙ্গিকার হওয়া উচিত কেননা এর মাধ্যমেই উন্নতি হবে। আর এভাবেই আমরা জামাতের সক্রিয় অংশে পরিণত হতে পারি। আসলে এই অঙ্গিকার খোদার সাথে। আমাদের প্রত্যেকের এই অঙ্গিকার করা উচিত যে, আমরা শিরক থেকেও দূরে থাকব আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনের সফলতার জন্য সর্বত্মক চেষ্টা করব আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমরা এ যুগে মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে উড্ডীন রাখার যে অঙ্গিকার করেছি তাও রক্ষা করব ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (22 MAY 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO

....

....

....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hazipur, Diamond Harbour, 743331, 24 parganas(s), W.B